৭০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

আজ ঢাকা ভার্সিটিতে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ আজ (শুক্রবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘোষিত ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হইবে। গতকাল ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত থাকিলেও বিবদমান দুইটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা কমে নাই। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য উভয় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সমঝোতা গড়িয়া

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

তোলার যে উদ্যোগ নিয়াছিল একটি পোষ্টার প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ সন্ধ্যা ৭টায় সকল ছাত্র সংগঠনের এক যৌথ বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। বৈঠকে ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হইবে।

৪ঠা আগষ্ট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার পর ৬ই আগষ্ট কর্তৃপক্ষ এক জরুরী সভায় এক সপ্তাহের জন্য ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সময়ে কোন ছাত্র সংগঠনই ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করে নাই। তবে ছাত্রদলের কর্মীরা কলাভবন ও ছাত্রলীগের (ম-ই) কর্মীরা টিএসসি এলাকায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা জমা হইয়াছে। বড় ধরনের কোন সংঘাত না ঘটিলেও নিজেদের নিয়ন্ত্রিত হল হইতে প্রতিপক্ষের কর্মীদের হুমকি প্রদান করা হইয়াছে। গত বুধবার একজনের ছবিসহ ক্যাপশনে 'অমুক-এর খুনীদের কবল হইতে শিক্ষা জীবন বাঁচাও' ছাপা পোষ্টার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়ালে সাঁটা হইলে ছাত্রদলের তরুণরা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে। ফলে নেতাদের মধ্যে সমঝোতার প্রচেষ্টা ভাঙ্গিয়া যায়। এই অবস্থায় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হইলে পুনরায় সংঘাত বাধিয়া যাইতে পারে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। ছাত্রদলের একজন নেতা জানান, আমরা আপোষ রফায় যাইতে রাজী, তবে এই পোষ্টার এবং সৃষ্ট উত্তেজনার জন্য ছাত্রলীগকে (ম-ই) ক্ষমা চাহিতে হইবে। অপরপক্ষে ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ বলেন, সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য ছাত্রদলই দায়ী। তাহাদের সশস্ত্র কর্মীরা এখনও লীগ কর্মীদের উপর হামলা চালাইতেছে ও ইহা হইতে বাহির করিয়া দিতেছে।